নতুন কারিকুলামের বই নিয়ে গ্যাঁড়াকলে এনসিটিবি

ছাপানো বাকি প্রায় দশ কোটি বই ।। তিন সপ্তাহ পরই পাঠ্যপুস্তক উৎসব ।। অষ্টম ও নবমের ৬টি বিষয়ের পা-ুলিপিই হয়নি

এম এইচ রবিন
০৭ ডিসেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম

নতুন কারিকুলামে প্রণীত আগামী (২০২৪ সাল) বছরের অষ্টম ও নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এক রকম গ্যাঁড়াকলেই পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। রোডম্যাপ অনুযায়ী, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে দেওয়া হবে নতুন কারিকুলামে প্রণীত বিনামূল্যের পাঠ্যবই। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি সারাদেশের শিক্ষার্থীদের হাতে এসব বই তুলে দেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুস্তক ছাপানোর কাজ সম্পন্ন করতে পারবে না ছাপাখানাগুলো। এর অন্যতম কারণ নতুন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তকরণে বিলম্ব। এর ওপর রয়েছে অর্থছাড়ে গড়িমসি। এগুলোর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরেকটি নতুন সংকট কাগজ পাচ্ছে না সংশ্লিষ্ট ছাপাখানাগুলো।

এনসিটিবি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, অষ্টম-নবম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় ১০ কোটি পুস্তক ছাপাতে হবে। এর মধ্যে দুটি শ্রেণির ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ৬টি বইয়ের পা-ুলিপি এ পর্যন্ত চূড়ান্তই হয়নি।

অষ্টম শ্রেণির কয়েকটি বিষয়ের বই ছাপানো হয়েছে। নবম শ্রেণির বই ছাপার কাজ আরও অনেক পিছিয়ে আছে। এ ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ের মোট বইয়ের ১০ শতাংশ ছাপাকাজ এখনো বাকি। এর মধ্যে নতুন শিক্ষাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির প্রায় দেড় কোটি বই ছাপানো বাকি রয়েছে।

ডিসেম্বর মাসের এক সপ্তাহ পূর্ণ হচ্ছে আজ। নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে হলে সময় আছে আর মাত্র সপ্তাহ তিনেক। এমতাবস্থায় বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপানোর অগ্রগতি প্রসঙ্গে আমাদের সময়ের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলে মুদ্রণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম গতকাল বলেন, এ বছর কিছু বইয়ের কাজ কর্তৃপক্ষ (এনসিটিবি) দেরিতে কার্যাদেশ দিয়েছে। আবার কিছু বিষয়Ñ অষ্টম ও নবম শ্রেণির ৬টি বইয়ের পা-ুলিপি এখনো চূড়ান্ত করতে পারেনি। কিছুদিন অর্থছাড়ের একটা জটিলতাও ছিল। এখন নতুন সংকট হচ্ছে, কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সব পাঠ্যবই ৩০ ডিসেম্বরের আগে দিতে পারবে না ছাপাখানাগুলো।

অর্থছাড় নিয়ে জটিলতা ছিল এটি স্বীকার করে এনসিটিবি চেয়ারম্যান ফরহাদুল ইসলাম জানান, এ জটিলতার সমাধান হয়ে গেছে। অষ্টম ও নবম শ্রেণির পা-ুলিপি দেরিতে হলেও সমস্যা হবে না। কিছু বড় প্রেস (ছাপাখানা) আছে, সেগুলোয় এই দুই শ্রেণির বই দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছাপানো হবে। আশা করি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বই দেওয়া যাবে।

তবে ছাপাখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, অষ্টম ও নবম শ্রেণির পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য জানুয়ারির শেষ অথবা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। কারণ নবম শ্রেণির বইয়ের পৃষ্ঠা অনেক বেশি। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম তিন শ্রেণির মোট বইয়ের প্রায় সমান নবম শ্রেণির বই। তাই এ শ্রেণির বই ছাপানো অনেক সময়ের ব্যাপার। জানুয়ারি মাস পুরোটা কাজ করলে হয়তো ছাপা শেষ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারির আগে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে।

জানা গেছে, গত মাসের দুই সপ্তাহ ধরে এনসিটিবি-শিক্ষা মন্ত্রণালয়-অর্থ মন্ত্রণালয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে অর্থছাড়ের জন্য। অষ্টম ও নবম শ্রেণির বইগুলো ছাপাতে কাজের চুক্তি করার মতো অর্থ ছিল না এনসিটিবির। অর্থছাড়ে বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও চিঠি পাঠাতে হয়েছে। এরপর গত ৩০ নভেম্বরে অর্থছাড় মিলেছে।

এবার প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মোট ৩২ কোটি ৩৮ লাখের বেশি বই ছাপানো হচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিকে বই ৯ কোটি ৩৮ লাখের বেশি। আর মাধ্যমিক স্তরের বই ২৩ কোটির কিছু বেশি।

এদিকে আগামী বছর ১ জানুয়ারি সারাদেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসব না করার ইঙ্গিত দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। গত ২৮ নভেম্বর রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে স্কুলে ভর্তির লটারি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বই উৎসব পেছাতে পারে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবার বই উৎসবটা ঠিক ১ জানুয়ারি করব নাকি নির্বাচনের পরে ১০-১১ তারিখে হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছি। বই উৎসব নিয়ে এখন আমাদের ভাবতে হচ্ছে। যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৭ জানুয়ারি। নির্বাচন-পূর্ববর্তী সময়টা আসলে কেমন থাকবে, সেটাও আমাদের একটু বিবেচনায় নিতে হবে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়। সে কারণে এবার বই উৎসবটা ঠিক ১ তারিখে করব নাকি নির্বাচনের পরে ১০-১১ তারিখ করব, সেটা নিয়ে একটু সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছি। সার্বিক অবস্থাটা বিবেচনায় নিয়ে খুব শিগগির সেটা জানাতে পারব।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর ১ জানুয়ারি সারা দেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসব করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেয় সরকার।

কারিকুলাম এনসিটিবি